# দেওপানিতে পানীয় জলপ্রকল্প পরিদর্শন পঞ্চায়েতমন্ত্রীর

**চালসা, ১ ডিসেম্বর :** মেটেলি ব্লকের মাটিয়ালি-বাতাবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের দেওপানি এলাকায় পানীয় জলপ্রকল্প পরিদর্শন করলেন পঞ্চায়েতমন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়। এদিন তিনি অভিযোগ করেন, কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন প্রকল্পের টাকা দিচ্ছে না। তিনি বলেন, 'সময়মতো একশো দিনের কাজের টাকাও দেওয়া হচ্ছে না। তবু পশ্চিমবঙ্গ ১০০ দিনের কাজে সারা দেশে এক নম্বরে রয়েছে।'

চালসার পাহাড়ি দেওপানি এলাকায় শুকিয়ে যাওয়া ঝরনাকে পুনরুজ্জীবিত করে সোলার সিস্টেমের দ্বারা পাইপের মাধ্যমে রিজার্ভারে তুলে পাইপলাইনের মাধ্যমে জল সরবরাহ করা হচ্ছে। ২০১৭-'১৮ আর্থিক বছরে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে প্রায় ১৫ লক্ষ ও কেন্দ্রীয় ফিনান্স কমিশনের ১৩ লক্ষ ৩৮ হাজার ৬৭১ টাকা ব্যয়ে এই জলপ্রকল্পের কাজ করা হয়। প্রকল্পের ফলে ওই এলাকার প্রায় ২০০ পরিবার বিশুদ্ধ পানীয় জলের পরিসেবা পাচ্ছেন। এদিন মন্ত্রী জলপ্রকল্পের কাজ সরেজমিনে ঘুরে দেখেন। জেলা, ব্লক ও গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মীদের কাছ থেকে প্রকল্পের বিষয়ে তথ্য নেন। এই প্রকল্পকে মডেল করে পাহাড়ি এলাকায় জল দেওয়ার কথা বলেন। মন্ত্রী বলেন, 'এই প্রকল্পের কথা কলকাতায় বসে শুনতাম। তাই দেখতে এলাম। এখানে ঝরনার জল বিশুদ্ধ করে জনগণকে দেওয়া হচ্ছে। পরবর্তীতে আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করে উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি এলাকায় এই পদ্ধতিতে জল দেওয়া যায় কি না সেটা দেখা হবে।'

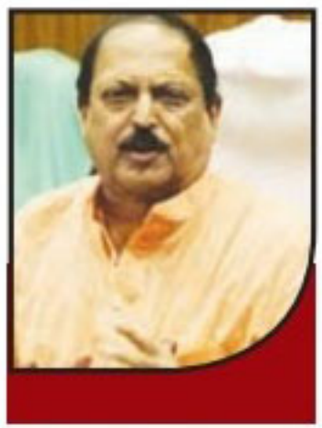

**দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলায় বেশ কয়েকবছর ধরে রাজনৈতিক কারণে পঞ্চায়েত নির্বাচন করা যাচ্ছে না। রাজ্য সরকার এই দুই জেলায় পঞ্চায়েত নির্বাচন করতে চাইলেই নানা বাধাবিপত্তি আসছে। তবে রাজ্য সরকার ফের এ বিষয়ে উদ্যোগী হবে।**

মন্ত্রী আরও বলেন, 'দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলায় বেশ কয়েকবছর ধরে রাজনৈতিক কারণে পঞ্চায়েত নির্বাচন করা যাচ্ছে না। রাজ্য সরকার এই দুই জেলায় পঞ্চায়েত নির্বাচন করতে চাইলেই নানা বাধাবিপত্তি আসছে। তবে রাজ্য সরকার ফের এ বিষয়ে উদ্যোগী হবে।' জেলাপরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধিদের সাম্মানিক না পাওয়ার বিষয়ে মন্ত্রী বলেন, 'কেউ সাম্মানিক পাননি এই কথা শুনিনি। তবে একটু দেরিতে পাচ্ছেন।' এদিন মন্ত্রীর সঙ্গে জলপাইগুড়ির জেলাশাসক অভিষেক তিওয়ারি, জেলাপরিষদের সভাধিপতি উত্তরা বর্মন সহ বিভিন্ন আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

মন্ত্রী এখান থেকে কালিম্পং যান। সোমবার দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলার পঞ্চায়েতের কাজকর্ম নিয়ে তিনি প্রশাসনিক বৈঠক করবেন।